সংবাদপত্রে পেশা	নারী		পুরুষ		জানি না	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
কৃষি, খনিজ, মৎস্য, বন শ্রমিক, ইত্যাদি	৪	০.৫%	৭৫	১.৮%	১	০.৫%
ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, যাজক, পুরোহিত, ইহুদী ধর্মযাজক, মৌলভী, নান...	১	০.১%	৩৫	০.৮%	০	০.০%
অ্যাকটিভিস্ট, নাগরিক সংগঠন, বেসরকারি সংগঠন ও মানবাধিকারকর্মী; ট্রেড ইউনিয়নকর্মী ও কৃষক নেতা; ভোক্তা অধিকার ইস্যুতে যুক্ত কর্মী, পরিবেশকর্মী; সাহায্য সংস্থা ও জাতিসংঘ কর্মী, ইত্যাদি	৯	১.১%	৮৫	২.০%	২	০.৯%
যৌনকর্মী, দেহবিক্রেতা, ইত্যাদি	০	০.০%	১	০.০%	০	০.০%
সেলিব্রেটি, শিল্পী, অভিনেতা, লেখক, গায়ক, রেডিও ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব, ইত্যাদি	৪	০.৫%	১২	০.৩%	০	০.০%
ক্রীড়াব্যক্তিত্ব, ক্রীড়াবিদ, খেলোয়াড়, কোচ, রেফারি, ইত্যাদি	০	০.০%	২	০.০%	০	০.০%
ছাত্র, শিষ্য, বিদ্যালয়ে পড়া শিশু, ইত্যাদি	৯০	১১.০%	৮৪	২.০%	৭	৩.৩%
গৃহে অবস্থানকারী, পিতামাতা নারী বা পুরুষ	৬৬	৮.১%	৩৫	০.৮%	৮	৩.৮%
শিশু, তরুণ (১৮ বছর বয়স পর্যন্ত)	৩৮	৪.৬%	৫৯	১.৪%	০	০.০%
নাগরিক, বাসিন্দা, গ্রামের মানুষ	২২	২.৭%	১৬২	৩.৯%	৩২	১৫.১%
অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি, পেনশনভোগী	১	০.১%	৩	০.১%	০	০.০%
সন্দেহভাজন অপরাধী	১১	১.৩%	২৫৬	৬.১%	০	০.০%
বেকার	৪	০.৫%	১৬	০.৪%	৫	২.৪%
অন্যান্য	৭	০.৯%	১৭	০.৪%	৩	১.৪%
মোট	৮১৯	১০০.০%	৪,১৬৭	১০০.০%	২১২	১০০.০%

সারণি ১০ : **টেলিভিশনে নারী-পুরুষের পেশা**

টেলিভিশনে পেশা	নারী		পুরুষ		অন্যান্য		জানি না	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
উল্লিখিত নয়; প্রতিবেদনে পেশা ও অবস্থানের উল্লেখ নেই	৩১	২৩.৮%	৬২	৭.৮%	১	১০০.০%	০	০.০%
সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রপতি, সরকারের মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা, রাজনতিক দলের কর্মী, মুখপাত্র	২৯	২২.৩%	২৯৪	৩৬.৮%	০	০.০%	১	১০০.০%
সরকারি চাকুরিজীবী, সরকারি কর্মচারী, আমলা, কূটনীতিক, গোয়েন্দা কর্মকর্তা	৪	৩.১%	৯৯	১২.৪%	০	০.০%	০	০.০%

টেলিভিশনে পেশা	নারী		পুরুষ		অন্যান্য		জানি না	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
পুলিশ, সামরিক বাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী, রক্ষীসেনা, কারা কর্মকর্তা, নিরাপত্তা কর্মকর্তা, দমকল কর্মকর্তা, ইত্যাদি	০	০.০%	৫৪	৬.৮%	০	০.০%	০	০.০%
অ্যাকাডেমিক বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক অথবা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাষক (সকল বিষয়ের), নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষক, শিশু পরিচর্যা কর্মী, ইত্যাদি	৪	৩.১%	৩০	৩.৮%	০	০.০%	০	০.০%
স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবাখাতে যুক্ত পেশাজীবী, ডাক্তার, নার্স, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, সমাজকর্মী, মনোবিজ্ঞানী, ইত্যাদি	১	০.৮%	৭	০.৯%	০	০.০%	০	০.০%
বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে যুক্ত পেশাজীবী, প্রকৌশলী, টেকনিশিয়ান, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, ইত্যাদি	০	০.০%	১৩	১.৬%	০	০.০%	০	০.০%
মিডিয়া প্রফেশনাল, সাংবাদিক, ভিডিও ও চলচ্চিত্রনির্মাতা, থিয়েটার পরিচালক, ইত্যাদি	০	০.০%	৪	০.৫%	০	০.০%	০	০.০%
আইনজীবী, বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট, আইন উপদেষ্টা, আইন বিশেষজ্ঞ, আইন-বিষয়ক করণিক, ইত্যাদি	০	০.০%	১১	১.৪%	০	০.০%	০	০.০%
নির্বাহী, ব্যবস্থাপক, ইন্টারপ্রিটার, অর্থনীতিবিদ, আর্থিক বিশেষজ্ঞ, পুঁজিবাজারের দালাল, ইত্যাদি	০	০.০%	২৮	৩.৫%	০	০.০%	০	০.০%
অফিস বা সেবাকর্মী, অফিসের ব্যবস্থাপনায় নেই এমন কর্মী, দোকানদার, রেস্তোরাঁ, ক্যাটারিং সার্ভিস কর্মী, ইত্যাদি	০	০.০%	৯	১.১%	০	০.০%	০	০.০%
ব্যবসায়ী, কারিগর, দিনমজুর, ট্রাক ড্রাইভার, নির্মাণশ্রমিক, কারখানা শ্রমিক, গৃহশ্রমিক, ইত্যাদি	১৪	১০.৮%	৬৮	৮.৫%	০	০.০%	০	০.০%
কৃষি, খনিজ, মৎস্য, বন শ্রমিক, ইত্যাদি	০	০.০%	৯	১.১%	০	০.০%	০	০.০%
ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, যাজক, সন্ন্যাসী, পুরোহিত, ইহুদী ধর্মযাজক, মৌলভী, নান, ইত্যাদি	০	০.০%	২	০.৩%	০	০.০%	০	০.০%
অ্যাকটিভিস্ট, নাগরিক সংগঠন, বেসরকারি সংগঠন ও মানবাধিকারকর্মী; ট্রেড ইউনিয়নকর্মী ও কৃষক নেতা; ভোক্তা অধিকার ইস্যুতে যুক্ত কর্মী, পরিবেশকর্মী; সাহায্য সংস্থা ও জাতিসংঘ কর্মী, ইত্যাদি	৩	২.৩%	১৪	১.৮%	০	০.০%	০	০.০%

সেলিব্রেটি, শিল্পী, অভিনেতা, লেখক, গায়ক, রেডিও ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব, ইত্যাদি	০	০.০%	১	০.১%	০	০.০%	০	০.০%
ছাত্র, শিষ্য, বিদ্যালয়ে পড়া শিশু	১৩	১০.০%	১৯	২.৪%	০	০.০%	০	০.০%
গৃহে অবস্থানকারী, পিতামাতা নারী বা পুরুষ	৮	৬.২%	২	০.৩%	০	০.০%	০	০.০%
শিশু, তরুণ	২	১.৫%	২	০.৩%	০	০.০%	০	০.০%
নাগরিক, বাসিন্দা, গ্রামের মানুষ	২০	১৫.৪%	৫৫	৬.৯%	০	০.০%	০	০.০%
সন্দেহভাজন অপরাধী	০	০.০%	১৪	১.৮%	০	০.০%	০	০.০%
অন্যান্য	১	০.৮%	১	০.১%	০	০.০%	০	০.০%
মোট	১৩০	১০০.০%	৭৯৮	১০০.০%	১	১০০.০%	১	১০০.০%

সারণি ১১ : **রেডিওতে নারী-পুরুষের পেশা**

বেতারে পেশা	নারী		পুরুষ		জানি না	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
উল্লিখিত নয়; প্রতিবেদনে পেশা ও অবস্থানের উল্লেখ নেই	১	২.৩%	৪	২.৪%	০	০.০%
রাজন্য, ক্ষমতাসীন রাজা, অপসারিত রাজা, রাজ পরিবারের কোনো সদস্য, ইত্যাদি	৩০	৬৮.২%	১১৪	৬৮.৩%	৩	৬০.০%
সরকারি চাকুরিজীবী, সরকারি কর্মচারী, আমলা, কূটনীতিক, গোয়েন্দা কর্মকর্তা, ইত্যাদি	০	০.০%	১৬	৯.৬%	২	৪০.০%
পুলিশ, সমরিক বাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী, রক্ষীসেনা, কারা কর্মকর্তা, নিরাপত্তা কর্মকর্তা, দমকল কর্মকর্তা, ইত্যাদি	০	০.০%	৩	১.৮%	০	০.০%
একাডেমিক বিশেষজ্ঞ, শিৰাবিদ, শিক্ষক অথবা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাষক (সকল বিষয়ের), নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষক, শিশু পরিচর্যা কর্মী, ইত্যাদি	০	০.০%	২	১.২%	০	০.০%
স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবাখাতে যুক্ত পেশাজীবী, ডাক্তার, নার্স, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, সমাজকর্মী, মনোবিজ্ঞানী, ইত্যাদি	১	২.৩%	০	০.০%	০	০.০%
বিজ্ঞান ও কারিগরিখাতে যুক্ত পেশাজীবী, প্রকৌশলী, টেকনিশিয়ান, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, ইত্যাদি	০	০.০%	১	০.৬%	০	০.০%
ব্যবসায়ী, কারিগর, দিনমজুর, ট্রাক ড্রাইভার, নির্মাণশ্রমিক, কারখানা শ্রমিক, গৃহশ্রমিক, ইত্যাদি	০	০.০%	১	০.৬%	০	০.০%
অফিস বা সেবাকর্মী, অফিসের ব্যবস্থাপনায় নেই এমন কর্মী, দোকানদার, রেস্তোরাঁ,ক্যাটারিং সার্ভিসকর্মী, ইত্যাদি	০	০.০%	৩	১.৮%	০	০.০%
ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, যাজক, সন্ন্যাসী, ইহুদী ধর্মযাজক, মৌলভী, নান...	০	০.০%	১	০.৬%	০	০.০%

অ্যাকটিভিস্ট, নাগরিক সংগঠন, বেসরকারি সংগঠন ও মানবাধিকারকর্মী; ট্রেড ইউনিয়নকর্মী ও কৃষক নেতা; ভোক্তা অধিকার ইস্যুতে যুক্ত কর্মী, পরিবেশকর্মী; সাহায্য সংস্থা ও জাতিসংঘ কর্মী, ইত্যাদি	০	০.০%	১	০.৬%	০	০.০%
সেলিব্রেটি, শিল্পী, অভিনেতা, লেখক, গায়ক, রেডিও ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব , ইত্যাদি	০	০.০%	৫	৩.০%	০	০.০%
ক্রীড়াব্যক্তিত্ব, ক্রীড়াবিদ, খেলোয়াড়, কোচ, রেফারি, ইত্যাদি	২	৪.৫%	৩	১.৮%	০	০.০%
ছাত্র, শিষ্য, বিদ্যালয়ে পড়া শিশু	৬	১৩.৬%	৭	৪.২%	০	০.০%
গৃহে অবস্থানকারী, পিতামাতা নারী বা পুরুষ	০	০.০%	১	০.৬%	০	০.০%
নাগরিক, বাসিন্দা, গ্রামের মানুষ	৪	৯.১%	৫	৩.০%	০	০.০%
মোট	৪৪	১০০.০%	১৬৭	১০০.০%	৫	১০০.০%

সংবাদে ভূমিকা

নারী যখন খবরে উপস্থিত হন, তখন তার ভূমিকা কী থাকে, সেটি এই গবেষণায় লক্ষ করা হয়েছে। দেখা হয়েছে সংবাদটি কোনো নারীকে নিয়ে (বিষয়) কি না অথবা এই সংবাদের তথ্য সংগ্রহে নারীকে কোনো ভূমিকায় আনা হয়েছে কি না। সাধারণত কোনো প্রতিবেদনে যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তাদের নিম্নরূপ ভূমিকা থাকে :

১. মুখপাত্র, ২. বিশেষজ্ঞ বা মন্তব্যকারী, ৩. ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনাকারী, ৪. প্রত্যক্ষদর্শী ও ৫. জনমত প্রদানকারী।

সারণি ১২ : **সংবাদপত্রে নারী-পুরুষের ভূমিকা**

সংবাদপত্রে ব্যক্তির ভূমিকা	নারী		পুরুষ	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
বিষয়	৩৭৭	৪৬.০৩%	১,৬৮৭	৪০.৪৮%
মুখপাত্র	৮৮	১০.৭৪%	১,০৯৭	২৬.৩৩%
বিশেষজ্ঞ বা মন্তব্যকারী	২৯	৩.৫৪%	৬৫৬	১৫.৭৪%
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনাকারী	৬১	৭.৪৫%	২৯৯	৭.১৮%
প্রত্যক্ষদর্শী	১৪	১.৭১%	৭৪	১.৭৮%
জনমত প্রদানকারী	২৩	২.৮১%	১২৯	৩.১০%
অন্যান্য	১২	১.৪৭%	১৫৭	৩.৭৭%
জানি না	২১৫	২৬.২৫%	৬৮	১.৬৩%
মোট	৮১৯	১০০.০%	৪,১৬৭	১০০.০%

যখন সংবাদপত্রের নমুনা খবরে নারীর উপস্থিতি দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই তখন তারা মূল বিষয় হয়ে এসেছেন। কিন্তু তথ্যপ্রদানে মুখপাত্র (১০.৭৪%) হিসেবে তাদের ভূমিকা নগণ্য। মুখপাত্র হিসেবে পুরুষের ভূমিকা নারীর দ্বিগুণের চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষজ্ঞ বা মন্তব্যকারী (৩.৫৪%) হিসেবে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনাকারী (৭.৪৫%) কিংবা প্রত্যক্ষদর্শী (১.৭১%) হিসেবে নারীর মন্তব্য নেওয়ার চেষ্টা অনুল্লেখ্য।

সারণি ১৩ : **টেলিভিশনে নারী-পুরুষের ভূমিকা**

টেলিভিশনে ব্যক্তির ভূমিকা	নারী		পুরুষ	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
বিষয়	২৪	১৮.৪৬%	১৪০	১৭.৫৪%
মুখপাত্র	২৪	১৮.৪৬%	২০১	২৫.১৯%
বিশেষজ্ঞ বা মন্তব্যকারী	১৭	১৩.০৮%	২৭৯	৩৪.৯৬%
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনাকারী	৪৯	৩৭.৬৯%	১১১	১৩.৯১%
প্রত্যক্ষদর্শী	৬	৪.৬২%	৩০	৩.৭৬%
জনমত প্রদানকারী	৮	৬.১৫%	২৭	৩.৩৮%
অন্যান্য	০	০.০০%	১	০.১৩%
জানি না	২	১.৫৪%	৯	১.১৩%
মোট	১৩০	১০০.০%	৭৯৮	১০০.০%

টেলিভিশনের খবরে নারী এমনকি সংবাদপত্রের সমহারেও 'বিষয়' হয়ে ওঠে নি (১৮.৪৬%)। টেলিভিশনে মুখপাত্র (১৮.৪৬%) কিংবা বিশেষজ্ঞ (১৩.০৮%) হিসেবে তাদের ভূমিকা সংবাদপত্রের চেয়ে কিছুটা বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনায় নারীর অংশগ্রহণ সর্বাধিক (৩৭.৬৯%)। প্রত্যক্ষদর্শী (৪.৬২%) কিংবা জনগণের একজন হিসেবে (৬.১৫%) মতপ্রদানে নারী খুব বেশি গুরুত্ব পায় নি।

সারণি ১৪ : **রেডিওতে নারী-পুরুষের ভূমিকা**

রেডিওতে ব্যক্তির ভূমিকা	নারী		পুরুষ	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
বিষয়	৯	২০.৪৫%	৩১	১৮.৫৬%
মুখপাত্র	২৩	৫২.২৭%	১১৭	৭০.০৬%
বিশেষজ্ঞ বা মন্তব্যকারী	১	২.২৭%	২	১.২০%
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনাকারী	০	০.০০%	২	১.২০%
প্রত্যক্ষদর্শী	০	০.০০%	১	০.৬০%
জনমত প্রদানকারী	১১	২৫.০০%	১৪	৮.৩৮%
অন্যান্য	০	০.০০%	০	০.০০%
জানি না	০	০.০০%	০	০.০০%
মোট	৪৪	১০০.০%	১৬৭	১০০.০%

বাংলাদেশ বেতারের সংবাদে নারী বিষয় হিসেবে ততখানি উল্লিখিত না হলেও মুখপাত্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব পেয়েছে (৫২.২৭%)। তবে জনতার একজন হিসেবে তার ভূমিকা এক-চতুর্থাংশ হলেও বিশেষজ্ঞ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনাকারী বা প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে নারী একেবারেই গুরুত্ব পায় নি।

রেখচিত্র ৮ : **সংবাদ প্রতিবেদনে নারীর ভূমিকা**

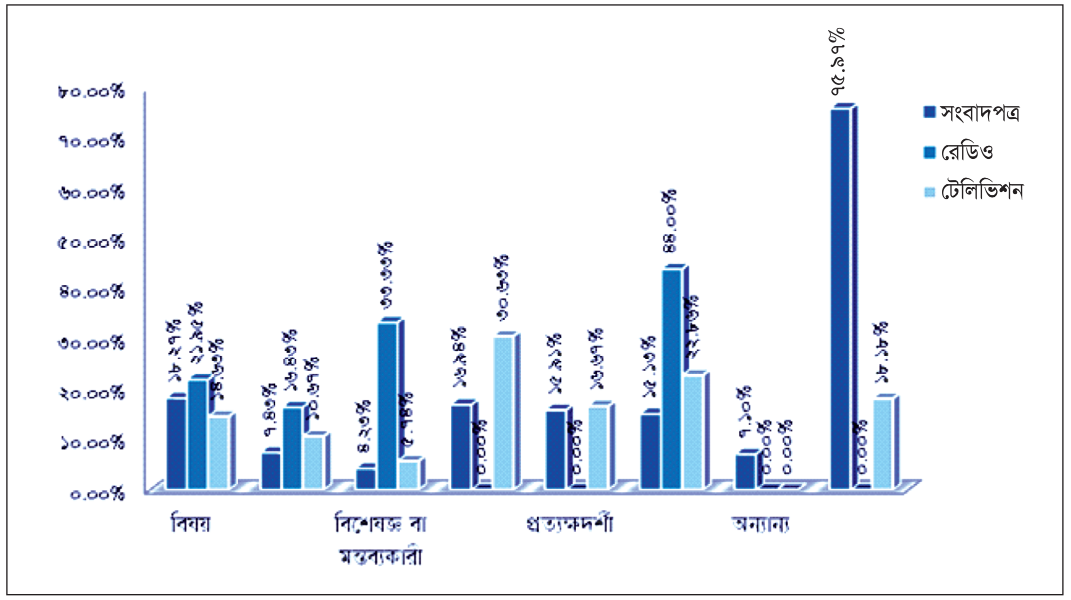

সংবাদপত্রে নারীর স্বর ও ছবি

সংবাদে কতটুকু ফুটে ওঠে নারীর কণ্ঠস্বর? কতটুকু তারা দৃশ্যমান? এই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য পরিবীক্ষণে দেখা হয়েছে—সংবাদপত্রের সংবাদে যে নারীরা উল্লিখিত হয়েছেন, সংবাদ নির্মাণে তাদের কণ্ঠ কতটুকু ফুটে উঠেছে। কতটি সরাসরি উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে সেটি গণনার মধ্য দিয়ে নারীর স্বর শনাক্ত করা হয়। একইসাথে দেখা হয়, সংবাদে যারা উল্লিখিত হয়েছেন, সংযুক্ত ছবিতে তাদের কতবার দেখা যাচ্ছে।

সারণি ১৫ : **সংবাদপত্রে সরাসরি উদ্ধৃতি**

সংবাদপত্রে সরাসরি উদ্ধৃতি	নারী		পুরুষ		জানি না	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
ব্যবহৃত হয় নি	৫৮৪	৭১.৩১%	১,৮৩৭	৪৪.৩৮%	৯৭	৪৫.৭৫%
ব্যবহৃত হয়েছে	২৩৪	২৮.৫৭%	২,৩০৯	৫৫.৪১%	১১৫	৫৪.২৫%
প্রযোজ্য নয়	১	০.১২%	২১	০.৫০%	০	০.০০%
মোট	৮১৯	১০০.০%	৪,১৬৭	১০০.০%	২১২	১০০.০%

সারণি ১৬ : **সংবাদপত্রের ছবিতে নারী-পুরুষ**

সংবাদপত্রে নারীর ছবি	নারী		পুরুষ		জানি না	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
ব্যবহৃত হয় নি	৭৬২	৯৩.০৪%	৩,৯৪০	৯৪.৫৫%	১৯৮	৯৩.৪০%
ব্যবহৃত হয়েছে	৫৪	৬.৫৯%	১৯৩	৪.৬৩%	৫	২.৩৬%
জানি না	৩	০.৩৭%	৩৩	০.৭৯%	৯	৪.২৫%
প্রযোজ্য নয়	০	০.০%	১	০.০২%	০	০.০%
মোট	৮১৯	১০০.০%	৪,১৬৭	১০০.০%	২১২	১০০.০%

পরিমাণবাচক বিশ্লেষণ আরো স্পষ্ট করে তুলেছে যে সংবাদপত্র নারীকে (২৮.৫৭%) সরাসরি উদ্ধৃত করে পুরুষের (৫৫.৪১%) চেয়ে কমবার। কিন্তু সংবাদে উল্লিখিত নারীর (৬.৫৯%) ফটোগ্রাফ ব্যবহৃত হয় পুরুষের (৪.৬৩%) চেয়ে বেশিবার। অর্থাৎ তুলনামূলক বিচারে নারীর ছবি তার বক্তব্যের চেয়ে অধিকতর গুরুত্ব পায় সংবাদপত্রে।

পারিবারিক সম্পর্ক

বাংলাদেশে নারীকে নিজস্ব কোনো পরিচয়ে পরিচিত না করার প্রবণতা রয়েছে। এখানে পিতার নামে কন্যা, স্বামীর নামে স্ত্রী, কিংবা পুত্রের নামে মাতা পরিচিত হন। কিন্তু, একজন পুরুষের ক্ষেত্রে তার নাম বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামের সঙ্গে পেশার উল্লেখই পরিচয়জ্ঞাপক।

এই সনাতনী প্রবণতা গণমাধ্যমেও দেখা যায়। নারীকে তার পারিবারিক পরিচয়ে পরিচিত করার মধ্যে দিয়ে গণমাধ্যম এই গৎবাঁধা ধারণাই বলবৎ করে যে, একজন নারীর নিজস্ব কোনো পরিচয় নেই, পারিবারিক পরিচয়ের আলোকেই তিনি পরিচিত। খবরের কাগজে উল্লিখিত প্রায় প্রতি তিনজন নারীর একজনকে (২৮.৯৪%) পারিবারিক পরিচয়ে পরিচিত করা হয়েছে, যেখানে পুরুষের ক্ষেত্রে প্রতি আটজন পুরুষের একজনকে (১২.০৫%) এভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রেডিও ও টেলিভিশনে এই প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও পারিবারিক পরিচয়ে পরিচিতকরণের প্রচেষ্টা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কম, সম্ভবত বিশদ পরিচিতি দেওয়ার সময় এক্ষেত্রে কম থাকে বলেই।

সারণি ১৭ : **পারিবারিক সম্পর্কের উল্লেখ (সংবাদপত্র)**

পারিবারিক সম্পর্ক	নারী		পুরুষ		জানি না	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
উল্লেখ নেই	৫৮২	৭১.০৬%	৩,৬৬৫	৮৭.৯৫%	২০২	৯৫.২৮%
উল্লেখ আছে	২৩৭	২৮.৯৪%	৫০২	১২.০৫%	১০	৪.৭২%
মোট	৮১৯	১০০.০%	৪,১৬৭	১০০.০%	২১২	১০০.০%

সারণি ১৮ : **পারিবারিক সম্পর্কের উল্লেখ** (রেডিও)

পারিবারিক সম্পর্ক	নারী		পুরুষ	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
উল্লেখ নেই	৪৩	৯৭.৭৩%	১৬৪	৯৮.২০%
উল্লেখ আছে	১	২.২৭%	৩	১.৮০%
মোট	৪৪	১০০.০%	১৬৭	১০০.০%

সারণি ১৯ : **পারিবারিক সম্পর্কের উল্লেখ** (টেলিভিশন)

পারিবারিক সম্পর্ক	নারী		পুরুষ		অন্যান্য		জানি না	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
উল্লেখ নেই	১২১	৯৩.০৮%	৭৯০	৯৯.০%	১	১০০.০%	১	১০০.০%
উল্লেখ আছে	৯	৬.৯২%	৮	১.০%	০	০.০%	০	০.০%
মোট	১৩০	১০০.০%	৭৯৮	১০০.০%	১	১০০.০%	১	১০০.০%

সংবাদের কোথায় দাঁড়িয়ে নারী?

একটি দেশের অগ্রসরমানতার মাপকাঠি সে দেশে নারীর অবস্থান, একথা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। নারীর অবস্থান উন্নয়নের লক্ষ্যে, উন্নয়নে নারীর মূলধারাকরণে দীর্ঘদিন ধরে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ নানা ধরনের প্রচেষ্টা ও প্রশিক্ষণ চালিয়ে যাচ্ছেন। গণমাধ্যমসমূহ সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সমাজের মানস পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম নারী বিষয়ে কতটুকু সচেতন তা কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে পরিবীক্ষণে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রশ্নগুলো ছিল :

১. এই প্রতিবেদনে নারী কি কেন্দ্রীয় চরিত্র?

২. নারী ও পুরুষের সমতা বা বৈষম্য কি প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?

৩. প্রতিবেদনে নারী ও পুরুষ সম্পর্কে গৎবাঁধা ধারণাকে কতটুকু চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে?

অর্থাৎ প্রতিবেদনটি নারীপ্রধান কি না? খবরে কি নারীর ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে? এ প্রশ্নের ভিত্তিতে জানা যায়, পরিবীক্ষণকৃত খবরগুলোর মধ্যে ১০ শতাংশও নারীপ্রধান নয়। সর্বোচ্চ সংখ্যক নারীপ্রধান খবর পরিবেশন করে সংবাদপত্র (৭.৭৯%) এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক বাংলাদেশ বেতার (১.২৫%)। টেলিভিশনে নারীপ্রধান খবর আসে শতকরা ৪.৮২ ভাগ।

সারণি ২০ : **প্রতিবেদনে নারী কি কেন্দ্রীয় চরিত্র?**

প্রতিবেদনটি নারীপ্রধান কি না?	সংবাদপত্র		বেতার		টেলিভিশন		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
নারীপ্রধান নয়	১,৮৪৬	৯২.২১%	৩১৭	৯৮.৭৫%	৯৮৮	৯৫.১৮%	৩,১৫১	৯৩.৭৫%
নারীপ্রধান	১৫৬	৭.৭৯%	৪	১.২৫%	৫০	৪.৮২%	২১০	৬.২৫%
জানি না	০	০.০%	০	০.০%	০	০.০%	০	০.০%
মোট	২,০০২	১০০.০%	৩২১	১০০.০%	১,০৩৮	১০০.০%	৩,৩৬১	১০০.০%

রেখচিত্র ৯ : **প্রতিবেদনটি নারীপ্রধান কি না?**

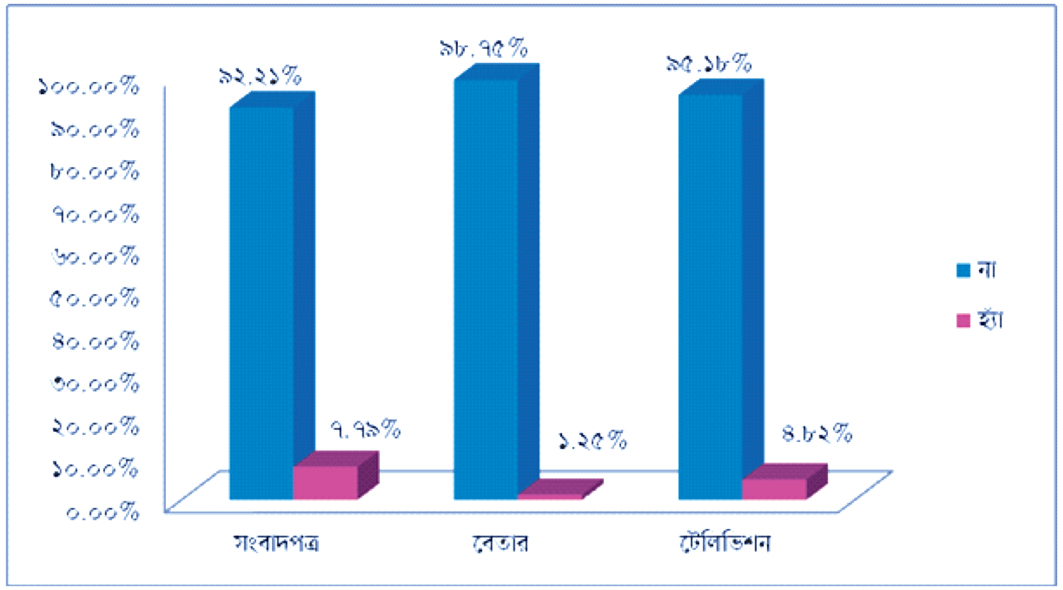

নারী-পুরুষের বৈষম্য যে সমাজে রয়েছে তা একটি স্বীকৃত সত্য। সংবাদটি কি শ্রোতা-দর্শক-পাঠককে এই বৈষম্য সম্পর্কে ধারণা দেয় বা সচেতন করে? নারী ও পুরুষের সমতা বা বৈষম্য কি প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? এই প্রশ্নের ভিত্তিতে খবরটি পরিবীক্ষণ করে নিচের তিনটি উত্তরের একটিকে নির্বাচন করার সুযোগ ছিল।

১. অসম্মত : সমতা/বৈষম্যের বিষয়টি প্রতিফলিত হয় নি

২. সম্মত : সমতা/বৈষম্যের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে

৩. জানি না : সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি

সারণি ২১ : **নারী ও পুরুষের সমতা বা বৈষম্য কি প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?**

নারী-পুরুষের বৈষম্যের ছবি	সংবাদপত্র		বেতার		টেলিভিশন		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
প্রতিফলিত হয় নি	১,৯৮৩	৯৯.০৫%	৩১৮	৯৯.০৭%	১,০২০	৯৮.২৭%	৩,৩২১	৯৮.৮১%
প্রতিফলিত হয়েছে	১৯	০.৯৫%	৩	০.৯৩%	১৮	১.৭৩%	৪০	১.১৯%
জানি না	০	০.০%	০	০.০%	০	০.০%	০	০.০%
মোট	২,০০২	১০০.০%	৩২১	১০০.০%	১,০৩৮	১০০.০%	৩,৩৬১	১০০.০%

রেখচিত্র ১০ : **নারী ও পুরুষের সমতা বা বৈষম্য কি প্রতিবেদনে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?**

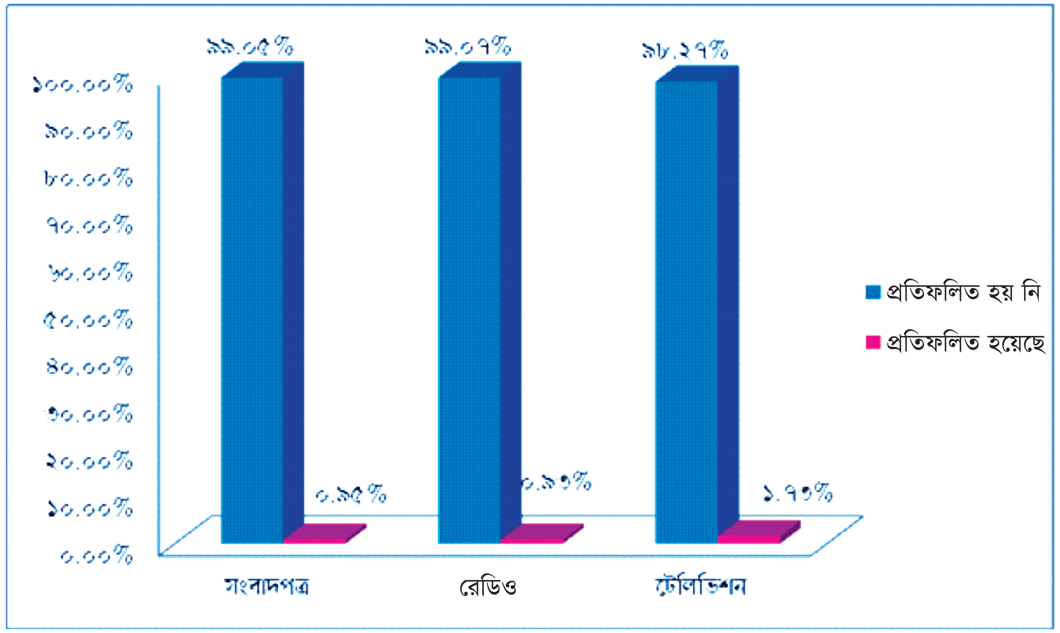

পরিবীক্ষকদের মতামত অনুযায়ী সিংহভাগ খবরই নারী-পুরুষের বৈষম্যের বিষয়ে আলোকপাত করে না। বেতারের ক্ষেত্রে ৯৯.০৭ ভাগ, টেলিভিশনের ক্ষেত্রে ৯৮.২৭ ভাগ এবং সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে ৯৯.০৫ ভাগ সংবাদই বৈষম্যের প্রশ্ন তোলে না।

নারী-পুরুষের প্রকৃতি, ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে সমাজে সাধারণত কিছু গৎবাঁধা ধারণা চালু থাকে। এই ধারণাগুলো সামাজিকভাবে নির্মিত এবং নারীর অধস্তন অবস্থানকে পুনঃদৃঢ়ীকরণে সহায়তা করে; যেমন, নারীকে উৎপাদনশীল কাজে না দেখানো তার নির্ভরশীলতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। আবার সন্তানপালনে পুরুষ সদস্যের অংশগ্রহণ-সম্পর্কিত প্রতিবেদন সন্তানপালনের কাজ নারীর একচেটিয়া— এই গৎবাঁধা ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। এই পরিবীক্ষণে দেখার চেষ্টা করা হয়, একটি প্রতিবেদনে নারী ও পুরুষ সম্পর্কে গৎবাঁধা ধারণাকে কতটুকু চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। পরিবীক্ষকদের সামনে ছিল উত্তর বেছে নেওয়ার নিম্নলিখিত সুযোগ :

১. অসম্মত : সুনির্দিষ্টভাবে গতানুগতিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে না

২. সম্মত : সুনির্দিষ্টভাবে গতানুগতিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে

৩. কোনোটাই নয় : সুনির্দিষ্টভাবে গতানুগতিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জও করে না আবার উসকেও দেয় না

৪. জানি না : সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি

সারণি ২২ : **গতানুগতিক ধারণাকে কতটুকু চ্যালেঞ্জ করে**

গতানুগতিক ধারণাকে কতটুকু চ্যালেঞ্জ করে	সংবাদপত্র	বেতার	টেলিভিশন	মোট
চ্যালেঞ্জ করে না	১,৯৯৬	৩১৯	১,০৩৪	৩,৩৪৯
চ্যালেঞ্জ করে	৫	২	৪	১১
সম্মত বা অসম্মত কোনোটাই নয়	১	০	০	১
জানি না	০	০	০	০
মোট	২,০০২	৩২১	১,০৩৮	৩,৩৬১

রেখচিত্র ১১ : **গতানুগতিক ধারণাকে কতটুকু চ্যালেঞ্জ করে**

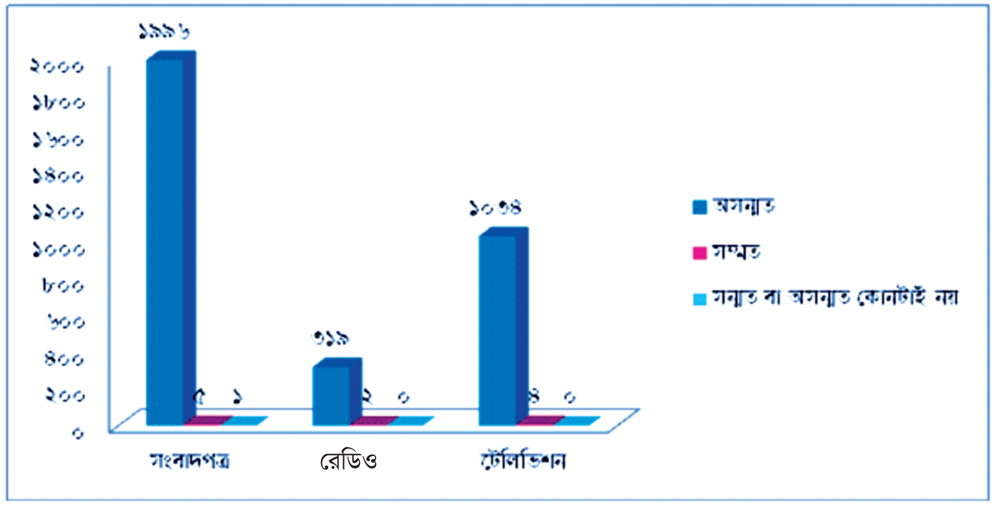

গণমাধ্যমের বিপুল সংখ্যক প্রতিবেদনের মধ্যে সনাতনী ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছে এমন সংবাদ পাওয়া গিয়েছে সংবাদপত্রে ৫টি, রেডিওতে ২টি এবং টেলিভিশনে ৪টি। নগণ্য হলেও একে পরিবর্তনের সূচনা হিসেবেই গণ্য করা যায়।

সংবাদ তৈরিতে নারী

এই পরিবীক্ষণে দেখা হয়েছে, কীভাবে সংবাদে নারীচিত্র, আরো বিশেষভাবে গ্রামীণ নারীচিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু সংবাদমাধ্যমে কী চিত্র ফুটে উঠছে তা নির্ভর করে সংবাদের পেছনে যিনি কারিগরি কাজ করছেন তার ওপর। সংবাদ তৈরির পেছনে এই নানা দিকমাত্রার পটভূমি হিসেবে কাজ করে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি। আর প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত থাকে সংবাদকক্ষ। তাই একটি সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকীয় নীতি, জেন্ডার-সংবেদনশীলতার মাত্রা ও তার প্রতি বিশ্বাস, কোন সংবাদটি করতে বলা হচ্ছে, প্রতিবেদনের দৃষ্টিকোণ কী, সাক্ষাৎকার কিংবা জনমত গ্রহণের পদ্ধতি কী এবং কীভাবে তা নেওয়া হচ্ছে, কী ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে, কোন ধরনের ছবি ব্যবহার করা হচ্ছে, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কতটুকু পরিসর দেওয়া হচ্ছে, একইসাথে সংবাদমান এবং নৈতিকতা কতটুকু বজায় রাখা হচ্ছে, সেসব পরিবীক্ষণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি দেখা জরুরি এসব সিদ্ধান্ত কারা নিচ্ছেন বা কারা পালন করছেন।

সংবাদ নির্মাণের পেছনে কারা আছেন তার পুরো চিত্রটি আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাধিত এই পরিবীক্ষণে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবে প্রতিবেদকদের নাম এবং প্রতিবেদক/উপস্থাপকদের কণ্ঠ ও ছবি পরিবীক্ষণ করে যে তথ্য পাওয়া গেছে তা এখানে তুলে ধরা হলো।

খবরের কাগজে সকল প্রতিবেদকের জেন্ডার নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খবর নিজস্ব প্রতিবেদক, বিশেষ প্রতিবেদক, ডেস্ক বা সংবাদ সংস্থার বরাতে ছাপা হয়। শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই প্রতিবেদকের নাম সংবাদের সাথে ছাপা হয়ে থাকে। এগুলোকে বাইলাইন স্টোরি বলা হয়। বাইলাইন প্রতিবেদন একজন সাংবাদিকের দক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সনদ। নমুনায় মোট ২৬৭টি বাইলাইন প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে মাত্র ৭টি নারী প্রতিবেদকের রচনা।

সারণি ২৩ : **সংবাদপত্রের সংবাদ রচনায় নারী-পুরুষ ও অন্যান্য লিঙ্গ**

লিঙ্গ (সাংবাদিক)	মোট সংখ্যা	শতকরা
নারী	৭	০.৩০%
পুরুষ	২৬০	১৩.০%
অন্যান্য	০	০
জানি না	১,৭৩৫	৮৬.৭০%
মোট	২,০০২	১০০.০%

ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের খবর উপস্থাপন ও প্রতিবেদনে নারীর উপস্থিতি আরেকটি লক্ষণীয় চিত্র হাজির করে। রেডিও ও টেলিভিশনের খবর নির্মাণে যারা ক্যামেরা এবং/অথবা মাইক্রোফোনের সামনে উপস্থিত ছিলেন, তাদের দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি প্রতিবেদক (অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে বা ডেস্কে বসে প্রতিবেদন রচনা ও উপস্থাপন করেছেন) এবং অপরটি পাঠকারী অথবা ঘোষক (সংবাদ কেবল পাঠ কিংবা ঘোষণা করছেন)।

দৃশ্য ও শ্রবণ মাধ্যম টেলিভিশনের সংবাদের পরিমাণগত বিশ্লেষণে দেখা যায়, নারীদের মধ্যে খবর যারা পরিবেশন করছেন, তাদের মাত্র ৩.৩৩ শতাংশ সংবাদের প্রতিবেদক এবং ৯৬.৬৭ শতাংশ সংবাদের পাঠকারী বা ঘোষক। পুরুষদের মধ্যে সেক্ষেত্রে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রতিবেদক এবং দুই-তৃতীয়াংশ পাঠকারী/ঘোষকের ভূমিকা নেন।

সারণি ২৪ : **টেলিভিশনের সংবাদ প্রতিবেদক/ঘোষক/উপস্থাপক**

ভূমিকা	নারী		পুরুষ		অন্যান্য (ট্রান্সজেন্ডার)		জানি না	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
অ্যাঙ্কর, ঘোষক বা উপস্থাপক (সাধারণত টেলিভিশন স্টুডিওতে)	৮৪২	৯৬.৬৭%	২২৩	৬৬.৭৭%	১	১০০.০%	০	০.০%
প্রতিবেদক (সাধারণত স্টুডিওর বাইরে)	২৯	৩.৩৩%	১১০	৩২.৯৩%	০	০.০%	১	১০০.০%

ভূমিকা	নারী		পুরুষ		অন্যান্য (ট্রান্সজেন্ডার)		জানি না	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
অন্যান্য সাংবাদিক (ক্রীড়াসংবাদ পাঠক, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঘোষক, ধারাবর্ণনাকারী/ বিশ্লেষক) ইত্যাদি	০	০.০%	১	০.৩০%	০	০.০%	০	০.০%
মোট	৮৭১	১০০.০%	৩৩৪	১০০.০%	১	১০০.০%	১	১০০.০%

শ্রবণ-মাধ্যম বাংলাদেশ বেতারের ক্ষেত্রে অবশ্য চিত্রটি ভিন্ন। পুরুষ সাংবাদিকদের মধ্যে অ্যাঙ্কর, ঘোষক বা উপস্থাপকের (৯৭.৭১%) সংখ্যা নারী সাংবাদিকের মধ্যে এই ভূমিকায় যারা আছেন (৮৬.০৭%) তাদের চেয়ে বেশি হলেও ভূমিকা বন্টনের ক্ষেত্রে টেলিভিশনের চেয়ে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। একমাত্র এই সংবাদ মাধ্যমটিতে নারী প্রতিবেদকের সংখ্যা (১৩.১১%) পুরুষ প্রতিবেদকের (২.২৯%) চেয়ে বেশি। এই পার্থক্যের কারণ হলো বাংলাদেশ বেতারে ডেস্ক-সংবাদের সংখ্যা বেশি এবং এই ডেস্ক-প্রতিবেদন সাধারণত নারীরা পাঠ করেন।

সারণি ২৫ : **রেডিওর সংবাদ প্রতিবেদক/ঘোষক**

ভূমিকা	নারী		পুরুষ		অন্যান্য (ট্রান্সজেন্ডার)		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
অ্যাঙ্কর, ঘোষক বা উপস্থাপক	১০৫	৮৬.০৭%	২১৩	৯৭.৭১%	০	০	৩১৮	৯৩.৫৩%
প্রতিবেদক	১৬	১৩.১১%	৫	২.২৯%	০	০	২১	৬.১৮%
অন্যান্য সাংবাদিক (ক্রীড়াসংবাদ পাঠক,	১	০.৮২%	০	০.০%	০	০	১	০.২৯%
মোট	১২২	১০০.০%	২১৮	১০০.০%	০	০	৩৪০	১০০.০%

নীতিমালা

নীতিমালা হচ্ছে এমন দিকনির্দেশনা যার আলোকে একটি প্রতিষ্ঠান, একটি দেশ, এমনকি পুরো বিশ্ব করণীয় পদক্ষেপ নির্ধারণ করতে পারে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বপূর্ণ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, যার কয়েকটি প্রান্তিক অঞ্চল বা প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত বা সংগতিপূর্ণ। উদাহরণ হিসেবে জাতীয় কৃষি নীতি ১৯৯৯, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ বা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর কথা বলা যেতে পারে। এই নীতিমালাসমূহ কোনো একটি ক্ষেত্রে করণীয় কী, কী প্রত্যাশা করা যেতে পারে, কী করা উচিত নয় বা কীসের জন্য দাবি করা উচিত, সে সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে সহায়তা করে। একইভাবে নীতিমালা অনুসৃত বা লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না সে বিষয়েও জবাবদিহিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে সহায়তা করে। সংবাদে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কখনো প্রযোজ্য কোনো নীতিমালার উল্লেখ করা হয় কি না, সেটি দেখাও এই পরিবীক্ষণের অংশ ছিল।

পরিবীক্ষণে দেখা যায়, নমুনা প্রতিবেদনসমূহে সংশ্লিষ্ট কোনো নীতিমালার উল্লেখ করা হয় নি বললেই চলে। নীতিমালা উল্লেখের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ভূমিকা রেখেছে বাংলাদেশ বেতার (৪.৭ শতাংশ)। সংবাদপত্র (০.৫%) এবং টেলিভিশনে (০.৬%) নীতিমালার উল্লেখ একেবারেই অনুল্লেখ্য।

সারণি ২৬ : **গণমাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা উল্লেখ**

সংশ্লিষ্ট নীতিমালা	সংবাদপত্র		রেডিও		টেলিভিশন	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
উল্লেখ আছে	১১	০.৫%	১৫	৪.৭%	৬	০.৬%
উল্লেখ নেই	১,৯২৬	৯৬.২%	৩০৬	৯৫.৩%	১,০৩২	৯৯.৪%
জানি না	৬৫	৩.২%	০	০.০%	০	০.০%
মোট	২,০০২	১০০.০%	৩২১	১০০.০%	১,০৩৮	১০০.০%

রেখচিত্র ১২ : **গণমাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নীতিমালার উল্লেখ**

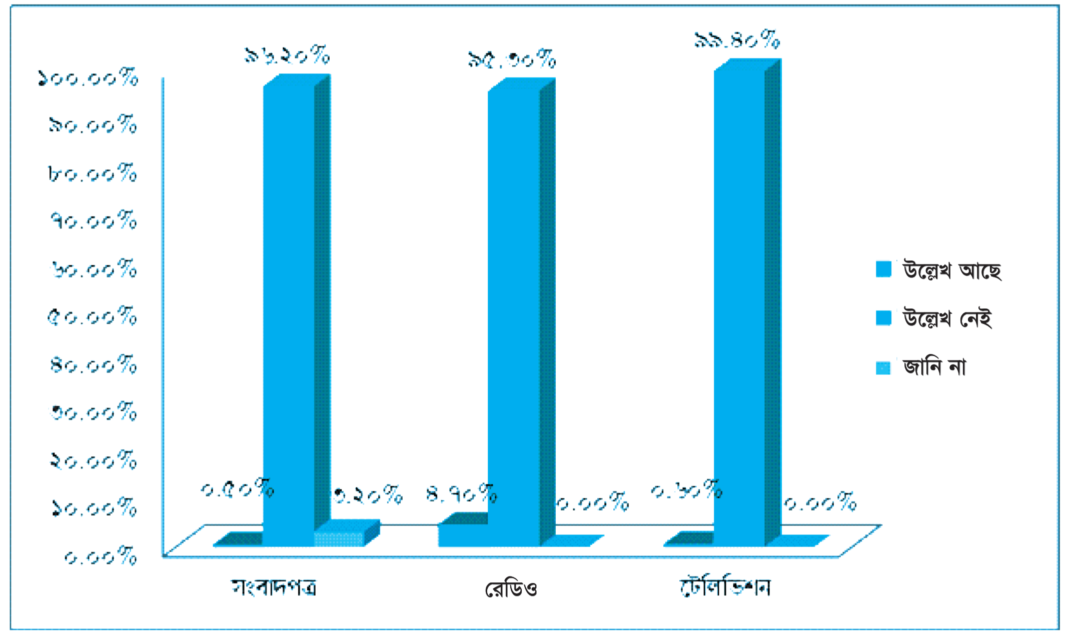

সুপারিশ ও উপসংহার

গণমানুষের মাধ্যম বলে কথিত গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংবাদ। সমাজের দর্পণ সংবাদমাধ্যমে দেশের জনমুখ কতখানি প্রতিফলিত হয়? এই প্রশ্ন সামনে নিয়ে প্রধানত গ্রামীণ সংবাদে নারীর উপস্থিতি প্রচার ও প্রকাশ পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। দেখা গেছে, সংবাদমাধ্যম মূলত কেন্দ্রকে ঘিরেই আবর্তিত। অর্থনীতি ও ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রাম এবং জনগোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ নারী সেখানে প্রান্তিক।

এ পরিবীক্ষণ এমন কোনো ফলাফল আমাদের সামনে উপস্থাপন করে নি যা আমাদের সম্পূর্ণ অজানা। গ্রামাঞ্চল এবং নারীর প্রতি অবহেলা একটি বৈষম্যমূলক সমাজের কাঠামোগত সমস্যা। ভৌগোলিক এবং সামাজিকভাবে প্রান্তিক অঞ্চল এবং জনগোষ্ঠীকে যথাযথ স্থান না দেওয়ার মাধ্যমে গণমাধ্যম গ্রামাঞ্চল এবং নারীর প্রতি এই কাঠামোগত অবহেলাকে আরো জোরদার করছে। গণমাধ্যমের যেখানে গণমানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার কথা, তা না হয়ে গণমাধ্যম যে সমাজের মুষ্টিমেয় ক্ষমতাশালী অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করছে, আধেয় বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এই পরিবীক্ষণে তারই প্রমাণ উঠে এসেছে।

যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, এই পরিবীক্ষণ থেকে মনে হয়, রাজধানী এবং নগরাঞ্চলের বাইরে দেশের আর কোনো অস্তিত্ব গণমাধ্যমের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তেমনি যেভাবেই ওষ্ঠচর্চা করা হোক না কেন, নারী, বিশেষত প্রান্তিক নারী গণমাধ্যমের চোখে মনুষ্যপদবাচ্য নয়। কণ্ঠস্বরকে ফুটে উঠতে না দেওয়া, জনগোষ্ঠীকে অদৃশ্য করে রাখা শুধু অগণতান্ত্রিকই নয়, এটি অত্যাচারেরই একটি শক্তিশালী রূপ। এই পরিবীক্ষণের ফলাফল দাবি করে, গণমাধ্যমকে সত্যিকার অর্থেই জনগণের মাধ্যম করে তোলার জন্য আমাদের সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

গণমাধ্যমের জন্য সুস্পষ্ট নীতিমালার প্রয়োজন রয়েছে। একইসাথে, গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা রক্ষার জন্য জনসচেনতা সৃষ্টি করাও জরুরি। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংবাদমাধ্যমের যেমন সামাজিক দায়িত্ব রয়েছে, তেমনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভোক্তা অধিকার রক্ষাও সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব। এই দায়িত্বপালনে গণমাধ্যমকে জবাবদিহিতার মধ্যে নিয়ে আসা জনসমাজেরও দায়িত্ব।

কী করা যেতে পারে?

এজন্য কী করা যেতে পারে সে বিষয়ে যাতে আলোচনা বিস্তার লাভ করে, সে কারণেই পরিবীক্ষণটি করা হয়েছে। পরিবীক্ষণটির ফলাফল ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যেন সচেতনদের আলোচনা এবং প্রচেষ্টার মাধ্যমেই পদক্ষেপ নির্ণয় করা হয়। তবে এই পরিবীক্ষণের আলোকে এবং গণমাধ্যমে জেন্ডার-বিষয়ক পাঠদান, গবেষণা এবং সক্রিয়তার ভিত্তিতে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে কিছু প্রস্তাব এখানে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হলো।

বিভিন্ন শ্রেণি, লিঙ্গ, বয়স, ভৌগোলিক অবস্থান, ধর্ম, জাতিগত পরিচয়ের মানুষ নিয়ে বাংলাদেশের জনগণ গড়ে উঠেছে। জনগণের এক বিপুল অংশকে আমরা সংবাদে অনুপস্থিত দেখি। এই অনুপস্থিতিকে নিরপেক্ষ কিংবা বস্তুনিষ্ঠ বলা যায় না। সংবাদমাধ্যম সুস্পষ্টভাবেই সমাজের অধিকতর সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর এবং এলাকার পক্ষ নিচ্ছে। গণমাধ্যমের সংবাদের এই বিচ্যুতিকে তুলে ধরার জন্য চাই নিয়মিত পরিবীক্ষণ। নিয়মতান্ত্রিক এবং বিশ্লেষণাত্মকভাবে সংবাদ খুঁটিয়ে দেখাই পরিবীক্ষণ। যারা সংবাদমাধ্যমকে সত্যিকার অর্থেই জনপ্রতিনিধিত্বমূলক করে তুলতে চান, তাদের সংবাদ পরিবীক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে। তাদের পরিবীক্ষণের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সংবেদনশীল গণমাধ্যম এবং নীতিমালা তৈরিতে অ্যাডভোকেসি চালিয়ে যেতে হবে।

সাংবাদিকতা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

সংবাদ মাধ্যমসমূহকে দক্ষতার সঙ্গে সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ করে তোলার জন্য সাংবাদিকতা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও একটি সমন্বিত প্রেক্ষিত যুক্ত করতে হবে। সাংবাদিকতা মতাদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো কৌশল নয়। সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীরা যেন কেবল সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত অংশের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত না করে প্রকৃতই জনমানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতে পারেন, সে কারণে সাংবাদিকতা শিক্ষার শ্রেণিকক্ষে তাকে সংবাদ পরিবেশনের বর্তমান বিচ্যুতিসমূহ ধরিয়ে দিয়ে এই বিচ্যুতি অতিক্রমের শিক্ষা দিতে হবে।

সাংবাদিকতার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা গণমাধ্যম-বিষয়ক গবেষণার ফল শুধু একাডেমিয়া এবং সংবাদমাধ্যম নয়, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অবগত করবেন।

গণমাধ্যম

গণমাধ্যমসমূহের নিজস্ব গবেষণা সেল থাকা দরকার। তাদের প্রকাশিত-প্রচারিত সংবাদ কতটুকু শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের প্রয়োজন মেটাচ্ছে বা সমাজের সকল পর্যায়ের মানুষ, স্থান, লিঙ্গ নির্বিশেষে তথ্যপ্রদানে সক্ষম হচ্ছে, সে বিষয়ে তারা ক্রমাগতভাবে গবেষণা করে তার ভিত্তিতে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করবে।

প্রশিক্ষণ ভালো সাংবাদিক তৈরির অপরিহার্য শর্ত। স্থানীয় সাংবাদিকরা অনেক ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণের সুযোগ লাভ করেন না। অথচ গ্রাম, প্রত্যন্ত এলাকা সম্পর্কে জেন্ডারসংবেদী খবর প্রেরণের দায়িত্ব তাদের হাতেই ন্যস্ত থাকে। গণমাধ্যমসমূহকে সাংবাদিকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এতে গণমাধ্যমের সার্বিক মানেরই উন্নয়ন ঘটবে।

গণমাধ্যমের একটি জেন্ডারসংবেদী সমন্বিত নীতিমালা থাকবার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে দীর্ঘদিন থেকেই আলোচনা হচ্ছে। নানা কারণেই সংবাদমাধ্যমের কর্মীরা নীতিমালা তৈরির পক্ষে নন। তারা মনে করেন, নীতিমালা বস্তুত নিয়ন্ত্রণের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রণ একই ধারণা নয়। নীতিমালা একটি পথনির্দেশনা। সুতরাং, সংবাদ মাধ্যমসমূহের নিজেদেরই নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া জরুরি।

নীতিমালা ছাড়াও প্রতিটি সংবাদমাধ্যমে নিজস্ব আচরণবিধি থাকা দরকার। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল প্রণীত আচরণবিধি (১৯৯৩, ২০০২ সালে সংশোধিত) যদি কোনো মিডিয়া-হাউজ গ্রহণ করে থাকে, তবে সে সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকা দরকার এবং কর্মরত সকল সাংবাদিককে তা অবহিত করা প্রয়োজন।

নীতিমালা এবং আচরণবিধিতে সংবাদের আধেয়গত এবং সাংবাদিকদের আচরণগত দুই দিকই উল্লিখিত থাকে। সংবাদ প্রকাশ ও প্রচারের মূলনীতি, ভাষার ব্যবহার, সংবাদের ট্রিটমেন্ট, ভারসাম্য, নৈতিকতা ইত্যাদি আধেয়গত দিক। নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, বেতনকাঠামো, অবকাঠামো, যৌননিপীড়ন ইত্যাদি নীতিমালা ও আচরণবিধির আচরণগত দিক।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো গণমাধ্যমে নারীর মূলধারাকরণের জন্য বিভিন্ন দেশের গবেষকদের অভিজ্ঞতা ও

পরামর্শের ভিত্তিতে গণমাধ্যমের জেন্ডার সংবেদনশীলতার সূচক (Gender Sensitive Indicators for Media) প্রস্তুত করেছে। এই গাইডলাইনটি অনুসরণ করা যেতে পারে। ইউনেস্কো সংবাদ মাধ্যমসমূহকে অনুরোধ জানিয়েছে, তারা যেন সংবাদ সংগ্রহে অন্তত শতকরা ৩০ ভাগ নারীকণ্ঠকে সংবাদের সোর্স হিসেবে নেন।

নারী সাংবাদিকদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদায়ন ও নারীবান্ধব পরিবেশের জন্য সাংবাদিক ইউনিয়নসমূহের জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণমাধ্যমে অবহেলিত জনগোষ্ঠী ও অঞ্চল যাতে সঠিকভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, সেক্ষেত্রে সরকার কী পদক্ষেপ অবলম্বন করবে, তার মূলসূত্র বাংলাদেশের সংবিধানেই লিপিবদ্ধ আছে।

বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনকে জনস্বার্থে কাজ করতে হবে। কেবল সরকারের মুখপত্র না করে, বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনকে জনগণের মুখপত্র করে গড়ে তুলতে হবে।

গণযোগাযোগ ক্ষেত্রের জন্য প্রায় ৫০টি আইনকানুন রয়েছে। এর কিছু কিছু ব্রিটিশ আমলে প্রণীত এবং বর্তমানে সম্পূর্ণ অকার্যকর। গণমাধ্যমের ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার ফলে এখনো নতুন নতুন আইন প্রণীত হচ্ছে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় সাংবাদিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা নানা ধরনের আইনকানুনকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। সুতরাং নিত্যনতুন আইন প্রণয়ন না করে সরকার স্বাধীন গণযোগাযোগ কমিশন গঠন করতে পারে। এই কমিশন সর্বস্তরের সহযোগিতা ও পরামর্শে সমন্বিত ও সংবেদী যোগাযোগ নীতিমালা প্রণয়ন করবে। নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে কি না তার নিয়মিত মনিটরিংও এই স্বাধীন কমিশন দ্বারাই সম্পন্ন হবে।

সুশীল সমাজ, অ্যাকটিভিস্ট, নারী-সংগঠন, মিডিয়া-সংগঠন

নীতিমালা তৈরির চেয়েও কঠিন নীতিমালার বাস্তবায়ন, প্রচলিত ধারণা বা কাজে পরিবর্তন আনা। সচেতন সমাজকে তাই এগিয়ে আসতে হবে। গণমাধ্যমকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে কী তাদের দায়িত্ব, দর্শক-শ্রোতা-পাঠকদের কাছে তাদের জবাবদিহিতা। নীতিনির্ধারক ও সরকারকে মনে করিয়ে দিতে হবে তাদের অঙ্গীকারসমূহ পালনের কথা।

দর্শক-শ্রোতা-পাঠকের ভোক্তা অধিকার রয়েছে। তাদের ভোক্তা অধিকার থেকেই তারা গণমাধ্যম তাদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে কি না, তাদের প্রতিনিধিত্ব করছে কি না, সেই প্রশ্নে সংবাদ মাধ্যমসমূহের মনিটরিং করতে পারে। মনিটরিং এক ধরনের গণমাধ্যম-সাক্ষরতা দেয়, যার মধ্য দিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে একটি জবাবদিহিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়।

গণমাধ্যম আমাদের বাস্তব জীবনের অপরিহার্য অংশ। গণমাধ্যমসমূহকে জনসম্পৃক্ত করে তোলার কাজটি আমাদের নিজেদের প্রয়োজনেই করতে হবে।

সংক্ষেপে কোডিং পদ্ধতি (টেলিভিশন)

প্রথম অংশ : প্রতিবেদন

১) আইটেম নং (ক্রমানুসারে হবে)
২) বিষয় (ছক দেখুন)

রাজনীতি ও সরকার

১. রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ, রাজনৈতিক বক্তব্য, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া
২. নির্বাচন, প্রার্থী
৩. শান্তি, সমঝোতা, চুক্তি
৪. জাতীয় প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সামরিক বাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, গ্রাম-প্রতিরক্ষা বাহিনী
৫. রাজনীতি ও সরকার নিয়ে অন্যান্য স্টোরি (কোডিং শিটে নির্দিষ্ট করে মন্তব্য লিখে রাখুন)

অর্থনীতি

৬. অর্থনৈতিক নীতি, কৌশল, মডেল, পরিসংখ্যান, বাজেট
৭. দারিদ্র্য, গৃহায়ন, সামাজিক কল্যাণ, অসহায়দের সাহায্য (গ্রামীণ এলাকা বাদে)
৮. অন্যান্য শ্রম ইস্যু, ধর্মঘট, ট্রেড ইউনিয়ন, সমঝোতা, অন্যান্য কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব
৯. ভোক্তা ইস্যু, ভোক্তা সুরক্ষা, নিয়ম-আইন, মূল্য, ভোক্তা প্রতারণা
১০. পরিবহণ, যান চলাচল, রাস্তাঘাট
১১. অর্থনীতির অন্যান্য স্টোরি (কোডিং শিটে নির্দিষ্ট করে মন্তব্য লিখে রাখুন)

বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য

১২. চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যসচেতনতা, নিরাপত্তা, পঙ্গুত্ব, চিকিৎসা গবেষণা, অর্থায়ন
১৩. পরিবেশ, প্রকৃতি, পরিবেশ দূষণ, বৈশ্বিক উষ্ণতা, প্রতিবেশ, ভ্রমণ/পর্যটন
১৪. বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিষয়ক অন্যান্য প্রতিবেদন (কোডিং শিটে নির্দিষ্ট করে মন্তব্য লিখে রাখুন)

সেলিব্রেটি, শিল্পকলা ও মিডিয়া, খেলাধুলা

১৫. সেলিব্রেটিদের খবর, জন্মদিন, বিবাহ, মৃত্যু, শোক সংবাদ, বিখ্যাত ব্যক্তি, বিশেষ পরিবার
১৬. কলা, বিনোদন, অবসর, সিনেমা, থিয়েটার, লোক-মাধ্যম, গণমাধ্যম, নতুন-মাধ্যম, বইপত্র, নাচ
১৭. খেলাধুলা, ইভেন্টস, খেলোয়াড়, সুযোগ-সুবিধা, প্রশিক্ষণ, নীতি, অর্থায়ন...
১৮. সেলিব্রেটি, শিল্পকলা, মিডিয়া নিয়ে অন্যান্য স্টোরি (কোডিং শিটে নির্দিষ্ট করে মন্তব্য লিখে রাখুন)

সামাজিক ও আইনগত

১৯. উন্নয়ন বিষয়/ইস্যু, স্বনির্ভরতা, সমাজ উন্নয়ন...
২০. শিক্ষা, শিশু যত্ন, নিবিড় শিশু শিক্ষা, প্রাক-বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, বয়স্ক শিক্ষা, সাক্ষরতা
২১. মানবাধিকার, নারী অধিকার, শিশু অধিকার, সমকামীদের অধিকার, সংখ্যালঘুদের অধিকার
২২. ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মতবিরোধ, শিক্ষা, উৎসব, আচার
২৩. আইনি ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, আইন প্রণয়ন
২৪. সামাজিক ও আইনগত অন্যান্য ইস্যু (কোডিং শিটে নির্দিষ্ট করে মন্তব্য লিখে রাখুন)

অপরাধ ও সন্ত্রাস

২৫. অসহিংস অপরাধ, ঘুষ, চুরি, মাদক পাচার, দুর্নীতি (রাজনৈতিক দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারসহ)
২৬. সহিংস অপরাধ, খুন, জিম্মি, অপহরণ, আততায়ী, মাদক-সম্বন্ধীয় সহিংসতা
২৭. লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা, নারী হত্যা, হয়রানি, পারিবারিক সহিংসতা, ধর্ষণ, পাচার, যৌনাঙ্গ বিকৃতকরণ
২৮. শিশু নির্যাতন, শিশুদের প্রতি যৌন নির্যাতন, পাচার, অবহেলা
২৯. যুদ্ধ, বেসামরিক যুদ্ধ, সন্ত্রাসী কার্যক্রম, রাষ্ট্র-ভিত্তিক সহিংসতা
৩০. দাঙ্গা, বিক্ষোভ, গণ-বিশৃঙ্খলা
৩১. দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, বিমান দুর্ঘটনা, গাড়ি দুর্ঘটনা
৩২. সন্ত্রাস ও সহিংসতা বিষয়, অন্যান্য বিষয় (কোডিং শিটে নির্দিষ্ট করে মন্তব্য লিখে রাখুন)

গ্রামীণ সংবাদ

৩৩. গ্রামীণ প্রশাসন, গ্রামীণ সরকার. নির্বাচন, সালিশ
৩৪. গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি, মৎস্য, খনিজ, ভূমি অধিকার
৩৫. ঋণ দান ও গ্রহণ, বিভিন্ন আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা, এনজিওর কর্মকাণ্ড
৩৬. অবকাঠামো : রাস্তা, ব্রিজ, টেলিকমিউনিকেশন, বিদ্যুৎ, বাসস্থান
৩৭. শিক্ষা : আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক, সাক্ষরতা, মাদ্রাসা
৩৮. স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, সুপেয় পানি, স্যানিটেশন, পুষ্টি
৩৯. অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ (অনানুষ্ঠানিক কাজ, মজুরিভিত্তিক চাকরি, বেকারত্ব, অবৈতনিক শ্রম)
৪০. সামাজিক সমস্যা : যৌতুক, মাদক, বাল্যবিবাহ
৪১. গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকা নিয়ে অন্যান্য সংবাদ (কোডিং শিটে নির্দিষ্ট করে মন্তব্য লিখে রাখুন)
৪২. অন্যান্য সংবাদ, যা উপরে বর্ণিত কোনো বর্গে স্থান পাবে না (কোডিং শিটে নির্দিষ্ট করে মন্তব্য লিখে রাখুন)

৩) সংবাদের ধরন

০. হেডলাইন/লিড স্টোরি
১. অন্য সংবাদ
২. ফিচার স্টোরি
৩. সিরিজ স্টোরি
৪. অন্যান্য

৪) সময়

সেকেন্ডে বর্ণিত হবে

৫) প্রতিবেদনের পরিধি

০. জানা নাই
১. গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চল : সম্পূর্ণ গ্রাম; উপজেলা কেন্দ্র, শহর ইত্যাদি গ্রাম হিসেবে গৃহীত হবে না
২. স্থানীয় : কোনো অঞ্চলভিত্তিক। শুধু ঢাকার খবরও স্থানীয় খবর গণ্য হবে
৩. জাতীয়
৪. আঞ্চলিক : বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করে বৈদেশিক অঞ্চল, দক্ষিণ এশিয়া
৫. বৈদেশিক, আন্তর্জাতিক : অন্যান্য দেশসমূহ অথবা বৈশ্বিক

৬) জেন্ডার সমতা বা মানবাধিকার-বিষয়ক নীতিমালা ও আইনের উল্লেখ

০ জানা নাই
১ আছে
২ নাই

দ্বিতীয় অংশ : সাংবাদিক/প্রতিবেদক

৭) ভূমিকা

১. অ্যাঙ্কর, ঘোষক বা উপস্থাপক (সাধারণত টেলিভিশন স্টুডিওতে)
২. প্রতিবেদক (সাধারণত স্টুডিওর বাইরে)
৩. অন্যান্য সাংবাদিক (ক্রীড়াসংবাদ পাঠক, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঘোষক, ধারাবর্ণনাকারী/ বিশ্লেষক) ইত্যাদি

৮) লিঙ্গ

১. নারী
২. পুরুষ
৩. অন্যান্য
৪. জানি না

৯) বয়স

০ জানি না
১ ১২ বছর বা তার নিচে
২ ১৩ থেকে ১৮
৩ ১৯-৩৪
৪ ৩৫-৪৯
৫ ৫০-৬৪
৬ ৬৫ বছর বা তার উপরে

তৃতীয় অংশ : সংবাদের মানুষ

১০) লিঙ্গ

১. নারী
২. পুরুষ
৩. অন্যান্য
৪. জানি না

১১) বয়স

০. জানি না (অর্থাৎ যদি কাউকে স্পষ্টভাবে না দেখা যায়)
১. ১২ বছর বা তার নিচে
২. ১৩ থেকে ১৮
৩. ১৯-৩৪
৪. ৩৫-৪৯
৫. ৫০-৬৪
৬. ৬৫ বছর বা তার উপরে

১২) পেশা অথবা অবস্থান

০. রাজন্য, ক্ষমতাসীন রাজা, অপসারিত রাজা, রাজপরিবারের কোনো সদস্য, ইত্যাদি
১. উল্লিখিত নয়। প্রতিবেদনে পেশা ও অবস্থানের উল্লেখ নেই।
২. সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রপতি, সরকারের মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা, রাজনৈতিক দলের কর্মী, মুখপাত্র
৩. সরকারি চাকুরিজীবী, সরকারি কর্মচারী, আমলা, কূটনীতিক, গোয়েন্দা কর্মকর্তা, ইত্যাদি

৪. পুলিশ, সামরিক বাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী, রক্ষীসেনা, কারা কর্মকর্তা, নিরাপত্তা কর্মকর্তা, দমকল কর্মকর্তা, ইত্যাদি
৫. অ্যাকাডেমিক বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক অথবা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাষক (সকল বিষয়ের), নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষক, শিশু পরিচর্যা কর্মী, ইত্যাদি
৬. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা পেশাজীবী, ডাক্তার, নার্স, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, সমাজকর্মী, মনোবিজ্ঞানী, ইত্যাদি
৭. বিজ্ঞান ও কারিগরি পেশাজীবী, প্রকৌশলী, টেকনিশিয়ান, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, ইত্যাদি
৮. মিডিয়া প্রফেশনাল, সাংবাদিক, ভিডিও ও চলচ্চিত্র নির্মাতা, থিয়েটার পরিচালক, ইত্যাদি
৯. আইনজীবী, বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট, আইন উপদেষ্টা, আইন বিশেষজ্ঞ, আইন করণিক, ইত্যাদি
১০. ব্যবসায় নির্বাহী, ব্যবস্থাপক, ইন্টারপ্রিটার, অর্থনীতিবিদ, আর্থিক বিশেষজ্ঞ, পুঁজি বাজার দালাল, ইত্যাদি
১১. অফিস বা সেবাকর্মী, অফিসের ব্যবস্থাপনায় নেই এমন কর্মী, দোকানদার, রেস্তোরাঁ, ক্যাটারিং, ইত্যাদি
১২. ব্যবসায়ী, কারিগর, দিনমজুর, ট্রাক ড্রাইভার, নির্মাণ, কারখানা, গৃহ শ্রমিক, ইত্যাদি
১৩. কৃষি, খনিজ, মৎস্য, বন শ্রমিক, ইত্যাদি
১৪. ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, যাজক, পুরোহিত, ইহুদী ধর্মযাজক, মৌলভী, নান, ইত্যাদি
১৫. অ্যাকটিভিস্ট, নাগরিক সংগঠন, বেসরকারি সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, মানবাধিকার, ভোক্তা ইস্যু, পরিবেশ কর্মী; সাহায্য সংস্থা, কৃষক নেতা, জাতিসংঘকর্মী, ইত্যাদি
১৬. যৌনকর্মী, দেহবিক্রেতা, ইত্যাদি
১৭. সেলিব্রেটি, শিল্পী, অভিনেতা, লেখক, গায়ক, রেডিও ও টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব, ইত্যাদি
১৮. ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, ক্রীড়াবিদ, খেলোয়াড়, কোচ, রেফারি, ইত্যাদি
১৯. ছাত্র, শিষ্য, বিদ্যালয়ে পড়া শিশু
২০. গৃহে অবস্থানকারী, পিতামাতা নারী বা পুরুষ (যদি অন্য কোনো পেশা না থাকে তাহলে এই কোড করুন)
২১. শিশু, তরুণ (১৮ বছর বয়স পর্যন্ত) (যদি অন্য কোনো পেশা/ অবস্থান দেয়া না হয়)
২২. নাগরিক, বাসিন্দা, গ্রামের মানুষ। (যদি অন্য কোনো পেশা না থাকে তাহলে এই কোড করুন)
২৩. অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি, পেনশন ভোগী। (যদি অন্য কোনো পেশা উল্লেখ করা না হয়)
২৪. সন্দেহভাজন অপরাধী (যদি অন্য কোনো পেশা দেয়া না হয়)
২৫. বেকার (যদি অন্য কোনো পেশা দেয়া না হয়)
২৬. অন্যান্য (কেবল শেষ অবলম্বন হিসেবে কোড করুন; কোডিং শিটের 'মন্তব্য' অংশে নির্দিষ্ট করে পেশা/অবস্থান লিখে রাখুন)

১৩) সংবাদ প্রতিবেদনে ব্যক্তির ভূমিকা

০. জানি না
১. বিষয়
৩ মুখপাত্র
৪ বিশেষজ্ঞ বা মন্তব্যকারী
৫ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনাকারী
৫. প্রত্যক্ষদর্শী
৬. জনমত প্রদানকারী
৭. অন্যান্য

১৪) পারিবারিক সম্পর্ক

০ না
১ হ্যাঁ

১৫) ভিকটিম

০ ভিকটিম নয়
১ দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র্য, রোগ, অসুখের কারণে ভিকটিম
২ পারিবারিক নির্যাতন (স্বামী/স্ত্রী/পার্টনার/পরিবারের অন্য কোনো সদস্য দ্বারা) মানসিক, শারীরিক নির্যাতন, বৈবাহিক যৌন নির্যাতন, খুন ইত্যাদির ভিকটিম...

৩ পরিবার-বর্হিভূত যৌন নির্যাতন বা নির্যাতন, যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, পাচার, ইত্যাদির ভিকটিম...
৪ অন্যান্য অপরাধ, ডাকাতি, অপমান, খুন ইত্যাদিতে ভিকটিম...
৫ ধর্মীয়, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, লিঙ্গ পরির্বতন, বধূকে পোড়ানো, ইত্যাদিতে ভিকটিম
৬ যুদ্ধ, সন্ত্রাস, হুমকি, রাষ্ট্রসমর্থিত সন্ত্রাস, ইত্যাদিতে ভিকটিম
৭ জেন্ডার, জাতিগত, উপজাতি, বয়স, ধর্মীয়, ক্ষমতা, ইত্যাদি বৈষম্যের কারণে ভিকটিম
৮ অন্যান্য ভিকটিম : কোডিং শিটের 'মন্তব্য' অংশে বর্ণনা করুন
৯ জানি না, সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি।

১৬. বেঁচে যাওয়া

০ সারভাইভার নয়
১ দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দারিদ্র্য, রোগ, অসুখ থেকে বেঁচে যাওয়া
২ পারিবারিক নির্যাতন (স্বামী/স্ত্রী/পার্টনার/পরিবারের অন্য কোনো সদস্য দ্বারা) মানসিক, শারীরিক নির্যাতন, বৈবাহিক যৌন নির্যাতন, খুন, ইত্যাদি থেকে বেঁচে যাওয়া...
৩ পরিবার-বহির্ভূত যৌন নির্যাতন বা নির্যাতন, যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, পাচার, ইত্যাদি থেকে বেঁচে যাওয়া...
৪ অন্যান্য অপরাধ, ডাকাতি, অপমান, খুন, ইত্যাদিতে বেঁচে যাওয়া...
৫ ধর্মীয়, ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, লিঙ্গ পরির্বতন, বধূকে পোড়ানো, ইত্যাদিতে বেঁচে যাওয়া...
৬ যুদ্ধ, সন্ত্রাস, হুমকি, রাষ্ট্রসমর্থিত সন্ত্রাস, ইত্যাদিতে বেঁচে যাওয়া...
৭ লৈঙ্গিক, জাতিগত, উপজাতি, বয়স, ধর্মীয়, ক্ষমতা ইত্যাদিতে বৈষম্যের পরেও বেঁচে যাওয়া...
৮ অন্যান্য বেঁচে যাওয়া : কোডিং শিটের 'মন্তব্য' অংশে লিখুন
৯ জানি না, সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি

বিশ্লেষণ

১৭) এই প্রতিবেদনে নারী কি কেন্দ্রীয় চরিত্র?

১. না— স্টোরিতে নারী প্রধান চরিত্র নয়
২. হ্যাঁ— স্টোরিতে নারী প্রধান চরিত্র
৩. জানি না, সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি

১৮) নারী ও পুরুষের সমতা বা বৈষম্য কি প্রতিবেদনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?

১. অসম্মত : সমতা/বৈষম্যের বিষয়টি প্রতিফলিত হয় নি
২. সম্মত : সমতা/বৈষম্যের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে
৩. জানি না : সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি

১৯) প্রতিবেদনে নারী ও পুরুষ সম্পর্কে গৎবাঁধা ধারণাকে কতটুকু চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে?

এই প্রতিবেদন পরিষ্কারভাবে গতানুগতিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে—
১. অসম্মত : সুনির্দিষ্টভাবে গতানুগতিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে না
২. সম্মত : সুনির্দিষ্টভাবে গতানুগতিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে
৩. সম্মত বা অসম্মত কোনোটাই নয় : সুনির্দিষ্টভাবে গতানুগতিক ধারণাকে চ্যালেঞ্জও করে না আবার উসকেও দেয় না
৪. জানি না : সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি

২০) আরো বিশ্লেষণ

১. না, অধিকতর বিশ্লেষণের উপযোগী নয়
২. হ্যাঁ, অধিকতর বিশ্লেষণের উপযোগী
৩. জানি না